ভোরের কাগজ

তারিখ 26 OCT 1995

পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমান সুযোগ সুবিধা চাই

সরকার প্রতিটি ইউনিয়ন হতে একটি করে স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা "বাধ্যতামূলক প্রাথমিক ও গণশিক্ষার" আওতায় নির্বাচন করে প্রত্যেক শিক্ষককে ০১-০১-৯৪ তারিখ হতে ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা করে অনুদান প্রদান করে আসছেন। উক্ত মাদ্রাসাগুলো নির্বাচনের প্রাক্কালে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন যে, প্রতিটি মাদ্রাসা, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমান সুযোগ সুবিধা পাবে। কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় যে, মাদ্রাসাগুলো এ সুযোগ হতে বঞ্চিত হচ্ছে। যেমন-

১। যে সকল বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রেজিঃ বয়স ৫ (পাঁচ) বছর পূর্ণ হয়েছে সে সকল শিক্ষকদেরকে ১০৫০/- স্কেলের ৭১% হারে অর্থাৎ ৭৪৫/- ১-১-৯৫ হতে প্রদান করে আসছে, কিন্তু মাদ্রাসাগুলোর রেজিঃ বয়স ১২ (বার) বছর পূর্ণ হওয়ার পরও এ সুযোগ পাচ্ছে না।

২। প্রতিটি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ১-১-৯৫ হতে কন্টেনেন্সি দেয়া হচ্ছে, পক্ষান্তরে মাদ্রাসাগুলোকে দেয়া হচ্ছে না।

৩। বিদ্যালয়গুলোকে বিনা মূল্যে বই দেয়া হচ্ছে, পক্ষান্তরে মাদ্রাসাগুলো বিনা মূল্যে বই পাচ্ছে না।

৪। বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ করা হয়েছে কিন্তু মাদ্রাসাগুলোর ভবন নির্মাণের কার্যক্রম এখনো শুরু হয়নি।

সঙ্গতভাবেই মাদ্রাসাগুলোর প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ করা হচ্ছে।

অতএব, আমরা মাদ্রাসার শিক্ষকরা সংবাদপত্রের মাধ্যমেই উপরোক্ত সমস্যাগুলো সমাধান কল্পে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ও সঙ্গে সঙ্গে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর নিকট আবেদন করছি যে, অনতিবিলম্বে আমাদের উপরোক্ত সমস্যাগুলো সমাধান করে বাধিত করবেন।

স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা
শিক্ষক/শিক্ষিকাদের পক্ষে
এম, কে মোহাম্মদ উল্লাহ খান
প্রধান শিক্ষক, খুর্দমহন স্বতন্ত্র
এবতেদায়ী মাদ্রাসা
ডাকঃ- পনাশাইল
থানা- ভালুকা, জেলা-ময়মনসিংহ।